Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

করযে হাসানা বনাম সামাজিক প্রচলিত কিস্তি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আল মাহমুদ

রোলঃ ২১৫০০৭৭৭

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

করযে হাসানা বনাম সামাজিক প্রচলিত কিস্তি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আল মাহমুদ

রোলঃ ২১৫০০৭৭৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "করযে হাসানা বনাম সামাজিক প্রচলিত কিস্তি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আল মাহমুদ, আইডিঃ ২১৫০০৭৭৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "করযে হাসানা বনাম সামাজিক প্রচলিত কিস্তি" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসেন- উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)

আল মাহমুদ

আইডিঃ ২১৫০০৭৭৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ভুমিকা	৫
কর্জে হাসানা	৫
সুদের বিকল্প কর্জে হাসানা	৭
সুদ সম্পর্কে হাদিস	১১
সুদের আর্থ-সামাজিক ফলাফল	১৪
সুদের কুফল	১৫
কুরআন ও হাদিস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হলো	২০
করজে হাসানার উপকারিতা	২১
করজে হাসানাহ বা ঋণ পরিশোধে অবহেলা	২৩
করজে হাসানাহ গ্রহণকারী অক্ষম হলে	২৩
করজে হাসানাহ দেওয়ার উৎসাহ ও দোয়া	২৪
পরিশেষ	২৫
তথ্যসূত্র	২৭

ভুমিকা

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থায় কর্জে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সমাজের ধনীরা দরিদ্র মানুষের জন্য দান করবেন। এর পরে ও যদি কারোর সমস্যা তৈরি হয় সে ক্ষেত্রে কর্জে হাসানা প্রদান করবেন। যদি তিনি পরিশোধ করতে পারে তবে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবেন। যদি তার পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিলে দ্বিগুণ সাদাকার সাওয়াব পাবেন। নিশ্চয় দানশীল যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদের দেয়া হবে বহুগুণ সাওয়াব। তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।' তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, প্রদানকৃত বস্তুটি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ঋণদাতা খাতককে তাগাদা না দেয়া।

কর্জে হাসানা

কর্জে হাসানা কথাটার অর্থ হলো 'উত্তম ঋণ'। নিঃশর্ত ঋণ আদান-প্রদানের ইসলামি পরিভাষা হলো 'করজে হাসানাহ'। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই এ ধার বা ঋণ আদান-প্রদান করে থাকে। ইসলামি অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা 'করজে হাসানাহ'র ফজিলত ও সাওয়াব অপরিসীম। কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা থেকেই তা প্রমাণিত। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এই কর্জে হাসানার উল্লেখ আছে। যেমন সুরা বাকারার ২৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ তার জন্য একে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহই (জীবিকা) কমান বা বাড়ান। আর তোমাদের তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'

সুরা মুজ্জাম্মিলের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও আর আল্লাহকে দাও কর্জে হাসানা। তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য তোমরা

যা কিছু ভালো আগে পাঠাবে, পরিবর্তে তোমরা তার চেয়ে আরও ভালো ও বড় পুরস্কার পাবে আল্লাহর কাছ থেকে। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরা হাদিদের ১১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কে আছে, যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহুগুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।' একই সুরার ১৮ আয়াতে বলা হZয়েছে, 'দানশীল পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি আর তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।'

আর সুরা তাগাবুনের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু।'

সারাবিশ্ব কঠিন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ পার করছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। তবে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অর্থনৈতিক এ মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত। এ ক্ষেত্রে করজে হাসানা হলো অভাবীদের স্বাবলম্বী করার কুরআনিক ব্যবস্থাপত্র। অর্থাৎ এমন ঋণ বা করজ দেয়া যেটা সময়মতো পরিশোধ করা হবে; কিন্তু দাতা কোনো অতিরিক্ত অর্থ বা সুবিধা নিতে পারবেন না। এর উদ্দেশ্য হলো, অবহেলিত সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ করা। তা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের বাইরেও নানা কারণে মানুষের করজে হাসানার দরকার হতে পারে। সবসময় ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে না। পরে সে অর্থ ফেরত দেয়ার সামর্থ্য সৃষ্টি হয়।

সুদের বিকল্প কর্জে হাসানা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সুদের বিকল্প হিসেবে কর্জে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। সুদকে মহান আল্লাহ হারাম ঘোষণা করে করজে হাসানার নিয়ম করে দিয়েছেন। যেন মানুষ সাময়িকভাবে করজে হাসানা নিতে পারে সুদ ছাড়া এবং পরে তা দিয়ে দিতে পারে। তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, প্রদানকৃত বস্তুটি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ঋণদাতা খাতককে তাগাদা না দেয়া। যেমনটি অপর আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আর যদি সে (খাতক) অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ (সময় দেয়া উচিত)। আর যদি তোমরা সদকা করো তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।'(সূরা বাকারা : ২৮০) এর মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ধনী-গরিবের বিভেদ দূরীভূত হওয়া সহজসাধ্য। সুদখোরদের অভ্যাস হচ্ছে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অঙ্ক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালানো। উপরন্তু সুদের হারও আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেয়া। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ তায়ালা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন, কোনো খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে বা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ট করা জায়েজ নেই। যেমনটি আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩০) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে আহকামুল বয়ানে বলা হয়েছে, সুদ খাওয়া থেকে বিরত না হলে এই হারাম কাজ তোমাদের কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কারণ সুদ খাওয়া মানে আল্লাহ ও তার রাসূলের সা: বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। কিন্তু কর্জে হাসানা পুরো এর বিপরীত। এতে একদিকে যেমন খাতকের উপকার হয়, তেমনি সুদ থেকেও বাঁচা যায়।

সুদ, সুদি কায়কারবার এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। সুদকে আল কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'রিবা'। এর অর্থ বাড়তি বা বৃদ্ধি, অর্থাৎ মূল পরিমাণের ওপর বাড়তি গ্রহণ। এ বাড়তিটাকেই কোরআন মজিদ বলেছে 'রিবা', এবং এ পর্যায়ে কোরআন মজিদের ঘোষণা হচ্ছে_'তোমরা যে বাড়তি সম্পদ দিয়ে থাকো এই উদ্দেশ্যে যে তাতে লোকদের সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, আসলে আল্লাহর বিচারে তাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। বরং তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের ইচ্ছায়, তাই সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে' (সুরা আর রুম, আয়াত ৩৯)।

তখনকার সময় সারা দুনিয়ায় সাধারণভাবে এবং আরবের আন্তর্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্র মক্কায়ও সুদি কারবার ছিল ব্যাপক। বলতে গেলে তখনকার গোটা অর্থনীতিই ছিল সুদভিত্তিক। লোকেরা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করত, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ঋণ শোধ করা সম্ভব হতো না বিধায় সময় বাড়িয়ে দিতে বলত। এই সুযোগে মূল পরিশোধ্য ঋণের সঙ্গে বাড়তি সুদ যোগ করে পরিমাণ বাড়িয়ে ধরা হতো। কিন্তু তা মূলত ছিল একটা শোষণ। কেননা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হলেও তাতে ঋণগ্রহীতা কোনো বাস্তব ফল পেত না। বাড়তি অর্থটা কোনো রকম বিনিময় ছাড়াই সে দিতে বাধ্য হতো। এটা যেমন নির্মমতা, পারস্পরিক সহানুভূতিহীন আচরণ, তেমনি কোনো রকম বস্তুগত বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য করা। আর এটাই শোষণ। আল কোরআন শোষণের সব পথ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। মানুষ পরিশ্রমও করল আবার সুদ ও ঘুষের ব্যবস্থা রাখল, ইসলাম তা সমর্থন করে না। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সুদের বহুল প্রচলন রয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে সুদের পরিবর্তে মুনাফার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে ব্যক্তি লাভ-লোকসানের সমান অংশীদার। সুদ হচ্ছে শ্রেণী-শোষণের এক ধরনের মারণাস্ত্র।

তাই সুদ সম্পর্কে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে_'জেনেশুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার জিনা করার চেয়েও অধিকতর পাপ' (আহ্মদ)। সুদের মতো ঘুষের ব্যাপারেও বলা হয়েছে, 'ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান দুই-ই দণ্ডনীয় অপরাধ।'

এ ছাড়া আরও অনেক নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতএব কুরআনে কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের ভাষ্য-

প্রথম আয়াত :

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

দ্বিতীয় আয়াত :

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন। আর সদকা দানকারীর অর্থ-সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত :

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

পঞ্চম আয়াত :

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩০

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

ভালো ভালো যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি; তাদের সীমালংঘনের জন্য, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। -সূরা নিসা (৪) : **১৬০-১৬১**

উক্ত দুই আয়াতে ইহুদীদের যেসকল অপরাধের কারণে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি ছিল তাদের সুদ গ্রহণের অপরাধ। এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তবু তারা সুদ গ্রহণ করত। তাই তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে :

সুদ সম্পর্কে হাদিস

১। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) সুদ দাতা ও সুদ গ্রহিতা উভয়ের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন"। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)।

২। সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) সুদ দাতা, সুদ গ্রহিতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী-সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী"। (মুসলিম)

৩। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা সাতটি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করবে"। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ খাওয়া। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৪। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "কবিরা গুনাহ্ সাত প্রকার। তন্মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ খাওয়া। (মাসনাদে বাজ্জারে)

৫। হযরত আওন বিন আবি জুহাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) সুদখোর ও সুদ প্রদানকারীর উপর লানত দিয়েছেন। (বুখারী, আবু দাউদ)

৬। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চার শ্রেনীর লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ফয়সলা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না আর না সেখানকার কোন নিয়ামতের স্বাদ তারা আস্বাদন করবে। তারা হলো (১) মদ্যপানে আসক্ত, (২) সুদখোর, (৩) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (হাকেম)

৭। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সুদের ৭৩ টি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সাথে জেনায় (ব্যাভিচারে) লিপ্ত হওয়ার সমান"। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাকেম)

সুদ সম্পর্কীয় গুনাহকে মায়ের সাথে জেনার সঙ্গে তুলনা বিষয়ক হাদিস অত্যন্ত মাশহুর বা সুপরিচিত। বহু সাহাবী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) (বায়হাকী), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) (তাবরানী), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (বায়হাকী), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "সুদী খাতে কোনো মানুষ যদি এক দিরহামও গ্রহন করে, তাহলে তার অপরাধ ইসলাম গ্রহনের পর মুসলিম থাকা অবস্থায় ৩৩ বার ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক"। (তাবরানী)

একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন–হযরত কা'বুল আহবার (রাঃ) (মাসনাদে আহমদ), আব্দুল্লাহ বিন হানজালা (রাঃ) ওহুদ শহীদ (মাসনাদে আহমদ), হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) (বায়হাকী), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (তাবরানী)।

৯। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও"। (তাবরানী)

১০। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তুমি এমন গুনাহ্ থেকে সর্বদাই আত্মরক্ষা করবে যা কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না"। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো, "সুদখোর। যে ব্যক্তি সুদ খায়, সে হাশরের ময়দানে দিক–বিদিক জ্ঞানশূণ্য মাতাল অবস্থায় উত্থিত হবে। (তাবরানী)

১১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "অবশ্য অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগে পৌঁছবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না–যে সুদী কারবারের সাথে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো না কোনো উপায়ে) জড়িত থাকবে না। যদি কোনো লোক সুদের পরশ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তার জন্য তা হবে অসম্ভব প্রয়াস"। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

১২। হযরত ইব্‌ন মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদ প্রদানকারীর সাথী এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোন সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল এবং তা গ্রহন করল তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজা সমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

সুদের আর্থ-সামাজিক ফলাফল

সুদ ঈমান ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী, নৈতিকতা বিরোধী আয়, বৈষম্যপূর্ণ মুনাফা সৃষ্টিকারী, দ্রব্যমূল্য বর্ধক, অন্যায়ভাবে অসংখ্য বার মুনাফা অর্জনে সহায়তাকারী, বিনিময়নীতি পরিপন্থী, বিনিময় বৈষম্য সৃষ্টিকারী, অযৌক্তিক বিনিময়, বিনিয়োগ প্রতিবন্ধক, মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী, মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, জনস্বার্থ বিরোধী, এতে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বর্জিত, গরীবের স্বার্থ উপেক্ষিত, সৎ চরিত্রের প্রতিবন্ধক, বিবেক-বিবেচনার পরিপন্থী, খারাপ চরিত্রের ফলশ্রুতি, মহৎ গুণাবলী হ্রাস কারক, দুশ্চিন্তার উদ্রেক, অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা মূলমন্ত্র, শান্তি ও স্বস্তি পরিপন্থী, শোষকগোষ্ঠীর উদ্ভব, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, সামাজিক অবক্ষয়ের বাহন, দরিদ্রতার পৃষ্টপোষক, শোষকদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী, কৃপণতার জনক, বেকারত্ব বর্ধক, কর্মবিমুখতা সৃষ্টিকারী, শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চিত হওয়া, ধন-সম্পদ ঘাটতি হওয়া, ধন-সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, উৎপাদনে অন্তরায় সৃষ্টিকারী, শ্রমজীবীদের শ্রমে অনিহা সৃষ্টিকারী, শ্রমিকের মজুরি হ্রাসকারী। মোটকথা সুদপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

সুদের কুফল

নিচে সূদের কুফল আলোচনা করা হলঃ

ক. ধর্মীয় কুফলঃ

নিচে সূদের ধর্মীয় কারণ সমূহ আলোচনা করা হল–

১. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

২. আখেরাতের ভয়ঙ্কর পরিনতি

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা

৪. ভয়াবহ পাপ

৫. জান্নাত লাভে ব্যর্থতা

খ. নৈতিক কুফলঃ

নিচে সূদের নৈতিক কুফল সমূহ আলোচনা করা হল–

১. নৈতিকতা ধংস করে

২. বিবেকহীন মানুষ তৈরি করে

৩. সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়

গ. সামাজিক কুফলঃ

নিচে সূদের সামাজিক কুফল সমূহ আলোচনা করা হল–

১. জুলুমের সৃষ্টি করে

২. শোষক শ্রেনীর উদ্ভব ঘটায়

৩. কৃপণতার জন্ম দেয়

৪. দারিদ্রতার জন্ম দেয়

৫. সামাজিক অবক্ষয় তৈরি করে

ঘ. অর্থনৈতিক কুফলঃ

নিচে সূদের অর্থনৈতিক কুফল সমূহ আলোচনা করা হল–

১. বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

২. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

৩. অর্থনৈতিক অস্থিশীলতা তৈরি করে।

৪. সম্পদ হ্রাস পায়।

৫. সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

৬. কর্মবিমুখতা তৈরি করে।

৭. মূলধনে স্থবিরতা আসে।

৮. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

৯. মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

১০. বেকারত্ব সৃষ্টি করে।

ঙ. রাজনৈতিক কুফলঃ

নিচে সূদের রাজনৈতিক কুফল সমূহ আলোচনা করা হল–

১. সমাজে পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটে। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে তাদের অবস্থান হয়ে ওঠে শক্তিশালী।

২. সুদের কারণে দেশে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতাও তৈরি হয়।

৩. সুদ একটি জাতিকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

৪. বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেয়।

৫. উন্নত দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করে।

ক্ষুদ্রঋণ' ও 'দারিদ্র্যবিমোচন' সাম্প্রতিক সময়ের খুব আলোচিত পরিভাষা। অভাবগ্রস্ত মানুষের দারিদ্র্যকে কাজে লাগিয়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনার নাম 'ক্ষুদ্রঋণ' (Micro Credit)। কিন্তু এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তো হয়ই না, বরং তৃণমূল পর্যায়ে সুদের বিস্তৃতি ঘটে, তৈরি হয় 'নতুন কাবুলিওয়ালা'।

কয়েক বছর আগে ডেনমার্কের সাংবাদিক টম হাইনমান কর্তৃক নরওয়ের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত 'ক্ষুদ্রঋণের ফাঁদ' (Caught in Micro Debt) নামক প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ক্ষুদ্রঋণ' দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ এবং দারিদ্র্যবিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এর ৬৭ শতাংশই ব্যয় করে অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্র্যবিমোচনে কোনো ভূমিকাই রাখে না। তাই ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব নয়। সম্প্রতি দেশের দুর্যোগপ্রবণ আট জেলার খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) পরিচালিত জরিপের প্রতিবেদনে এ তিক্ত সত্য ফুটে উঠেছে। এ দেশের দুর্যোগপ্রবণ রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় এ জরিপ চালানো হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত, এ জরিপ প্রতিবেদনে 'দারিদ্র্যবিমোচনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পদ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশই ঋণগ্রস্ত। এদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ দেনাগ্রস্ত শুধু স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর কাছে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ২৯ শতাংশ হতদরিদ্র চিকিৎসা বাবদ খরচ

করে এবং তাদের ১৭ শতাংশ দৈনন্দিন খাবার কেনে। এ ছাড়া ক্ষুদ্রঋণের ১৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয় মৃতের সৎকার, বিয়ে ও বিচ্ছেদের মতো পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং জরুরি সঙ্কট মোকাবেলায়। হতদরিদ্রের ঋণের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ শতাংশ মানুষ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ নেয়। দাদনের ঋণ নেয় ১০ শতাংশ। এ ছাড়া ১৪ শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে, ৭ শতাংশ ব্র্যাক থেকে, ১২ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে ও মাত্র ১ শতাংশ সাধারণ ব্যাংক থেকে।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার বলেছেন, 'ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্যবিমোচন করে না; বরং সামন্তসমাজের ভূমিদাসের মতো এ যুগের মানুষকে একধরনের ঋণদাসে পরিণত করছে। দারিদ্র্যবিমোচনের এ পথ অনুসরণ করার ফলে আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সংখ্যালঘুর ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত। এই গরিব করা ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের ঋণ দিয়ে ও উচ্চ হারে সুদ নিয়ে কিভাবে গরিবি মোচন হবে? এই অস্বাভাবিক ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে আসছি।'

আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সুদনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ নয়, বরং সুদমুক্ত কর্জে হাসানা দারিদ্র্যবিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তখন সুখ ও সচ্ছলতায় আলোয় আলোকিত হতে পারে দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভাবকে পুঁজি করে ব্যবসা করা কোনো মহৎকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলিম ট্রাস্টগুলো কর্জে হাসানার মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের বিত্তশালীরা এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন- এটাই সবার ব্যাপক প্রত্যাশা।

আমরা যদি পবিত্র কুরআনের সদকা বিষয়ের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, সদকা বা দান ইসলামে সৎকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে কর্জে হাসানা। যে কারণে জগতের কোনো কিছুর যিনি মুখাপেক্ষী নন, যিনি সব বস্তু-মোহ থেকে নিরপেক্ষ সেই সর্বশক্তিমান মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাহর জন্য আমাদের কাছে 'কর্জে হাসানা' বা উত্তম ঋণ চেয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন, 'কে সে, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (যে বিনিয়োগ স্বার্থভাবে দেয়া হয়) প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন।' (সূরা বাকারা : ২৪৫) ঋণ দিলে তার বৃদ্ধি করার কথা হাদিসে এসেছে । রাসূল সা: বলেছেন, কোনো একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋনদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য। (ইবনে মাজাহ : ২৪৩০)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন : আর সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা : মুজাম্মিল : ২০) এখানে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছেন। বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ হলো যিনি নামাজ পড়েন, যাকাত দেন, কর্জে হাসানা দেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চান তাহলে তাকে আল্লাহ কর্জে হাসানার সওয়াব বহুগুণে দেবেন, সম্মানজনক পুরস্কার দিবেন এবং ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। কর্জে হাসানা দিলে বহুগুণ সওয়াবের কথা জানিয়ে রাসূল সা: বলেন, আমি যখন মেরাজে গিয়েছিলাম, তখন বেহেশতের দরজার

ওপর লেখা দেখেছি, খয়রাতের সওয়াব ১০ গুণ, আর কর্জে হাসানার সওয়াব ১৮ গুণ। দান বা খয়রাত ফেরত দিতে হয় না কিন্তু কর্জে হাসানা ফেরত দিতে হয়। কর্জে হাসানা ফেরত দেয়ার পরেও প্রায় দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়ার কারণ আছে। মূলত পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। রাসূল সা: বলেছেন, হে মুসলমানরা, তালির ওপর তালিযুদ্ধ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা, ঋণ গ্রহণ অপেক্ষা উত্তম। যদি তা শোধ করার শক্তি না থাকে। (মুসনাদ আহমাদ)

কুরআন ও হাদিস থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হলো

ক. আল্লাহ কর্জে হাসানার সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন সম্মানজনক পুরস্কার দিবেন এবং ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। আমাদের বেশি বেশি কর্জে হাসানা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

খ. আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে গরিব-দুঃখী, অভাবীদের, যাদের প্রয়োজন, তাদের ঋণ দেয়া। এর বিনিময়ে তবে আল্লাহ তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করবেন সাধারণ দান সদকা থেকে দ্বিগুণের বেশি সাওয়াব দিবেন।

গ. ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কর্জে হাসানা প্রচলন করা গেলে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

ঘ. করজে হাসানার প্রথা চালু না থাকায় আমাদের সমাজে সুদের প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। ফলে দেশে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঙ. করজে হাসানার অভাবে মহাজনী সুদ ব্যবসা বা ব্যক্তিপর্যায় থেকে বেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদের ব্যবসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতএব বর্তমান সময় উচ্চবিত্ত ছাড়া সমাজের সব স্তরে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অনেককেই সংসারের খরচ জোগান দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নিজের কাছে অর্থ না থাকায় কর্জ করতে হচ্ছে সুদের ওপর। ইসলামের সুন্দরতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা করজে হাসানার ব্যাপক প্রচলন করা গেলে সমাজের এ গোষ্ঠীটি উপকৃত হতো। সুদমুক্ত অর্থনীতিক জীবন নির্বাহের সুবিধা পেতেন। সমাজে কমে আসত ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের হার। তাই শুধু ব্যক্তি উদ্যোগ নয় প্রত্যেক ব্যাংক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একটি আলাদা 'করজে হাসানা ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা সময়ের অপরিহার্য দাবি। বিভিন্ন মেয়াদে কর্জে হাসানা চালু করতে পারলে এবং আপৎকালীন সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির জন্য সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সরকারও বিনাসুদে ঋণ নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াতে সহজতর হতো। সুতরাং যেসব মানুষ জাকাত, সদকা খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের এবং দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য কর্জে হাসানা চালু করা উচিত। এ ব্যাপারে সমাজের আলেম, ওলামা, সুশীল সমাজ ও সরকারি মিডিয়াগুলো কর্জে হাসানার ব্যাপারে উপস্থাপন করলে কুরআনিক এ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

করজে হাসানার উপকারিতা

করজে হাসানা মানে হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় কাউকে নিঃশর্ত ঋণ দেওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে এই করজে হাসানার উপকারিতা অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় তাঁর প্রিয় সাহাবিদের করজে হাসানার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ অফুরন্ত সওয়াব ও কল্যাণে ভাগিদার হতে পারে। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় প্রমাণিত-

১. হজরত কায়স বিন রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দুবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য।' (ইবনে মাজাহ)

২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার বিপদগুলো দূর করে দেবেন।' (বুখারি)

৩. হজরত বুরাইদাহ আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবি ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দেবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে।' (ইবনে মাজাহ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির কিছু ঋণ ছিল। (ঋণদাতা তাগাদা দিতে এসে কিছু অশোভনীয় আচরণ করে) সাহাবাগণ তাকে কিছু (প্রতিরোধ) করতে চাইলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার হক আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো তার দেয়া এক বছর বয়সের উটের মতো পাচ্ছিনা; বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। কিংবা তিনি বলেছেন, সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।' (বুখারি)

করজে হাসানাহ বা ঋণ পরিশোধে অবহেলা

এমনকি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মতো ঋণ পরিশোধে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বনবি। হাদিসে এসেছে-

হজরত শারিদ বিন সুওয়ায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সচ্ছল ব্যক্তি কোনো দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান ও শাস্তি দেওয়া আমার জন্য হালাল। আল আত-তানাফিসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপমান করা অর্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং শাস্তি দেওয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় বন্দি করা।' (ইবনে মাজাহ)

করজে হাসানাহ গ্রহণকারী অক্ষম হলে

কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বাস্তবেই অক্ষম হয়, তাহলে সামর্থ্য থাকলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত; যখন সে কোনো গরিবকে দেখত, তখন সে তার চাকরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আমাদের ক্ষমা করবেন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।' (নাসাঈ)

করজে হাসানাহ দেওয়ার উৎসাহ ও দোয়া

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবিকে ঋণ দেওয়ার প্রতি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি সময় মতো ঋণ পরিশোধের প্রতিও জোর দিয়েছেন। এমনকি তিনি নিজেও সর্বদা ঋণমুক্ত জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।

মানুষের কাছ থেকে উত্তম ঋণ তথা করজে হাসানা নেওয়ার পর তা পরিশোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা যেমন জরুরি। তেমিন তা পরিশোধে মহান আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়ার বিকল্প নেই।

কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধার-দেনা পরিশোধের তাওফিক কামনা করে আল্লাহ তাআলার দরবারে ধরনা দেওয়ার কথা বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো পেরেসানি অনুভব করতেন, তখনই এ দোয়া পড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আঝযি ওয়াল কাসালি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল ঝুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া আউজুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিঝালি।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আশ্রয় চাই, অপারগতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই এবং ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে আশ্রয় চাই।’ (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

সুতরাং করজে হাসানার উপকারিতা ও সাওয়াব পেতে হলে এমনভাবে করজে হাসানা তথা উত্তম ঋণ দিতে হবে, যাতে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ না থাকে। বরং

শুধু আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, সে অর্থ এমন কাজে খরচ করতে হবে যে কাজ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো দ্বারা শরিয়তে কর্জে হাসানার গুরুত্ব ও ফজিলত খুব সহজেই অনুমেয়। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সুযোগ গ্রহণ করে নিজের আমলনামাকে সমৃদ্ধ করা।

কার্জে হাসানা হ্রাসের কারণ: কর্জে হাসানা গ্রহণ করে পরিশোধের ক্ষেত্রে টালবাহানা করায় ঋণদাতারা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে ঋণ দানে নিরুৎসাহিত হন। সমাজে কর্জে হাসানা প্রথা হ্রাস পাওয়ার এটি অন্যতম প্রধান কারণ। এসব কপটচারী ব্যক্তিদের সতর্ক করে রাসূল সা: বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তি কর্তৃক দেনা পরিশোধে টালবাহানা করাটা তার মানহানি (অর্থাৎ, তার সম্পর্কে অভিযোগ করা) এবং শাস্তিকে বৈধ করে দেয়' (নাসায়ি-৪৬৮৯)।

তিনি আরো বলেন, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম' (বুখারি-২২৮৮)।

পরিশেষ

মুসলিম হিসেবে সুদের ভয়াবহতা জেনেও অনেকে সামান্য অভাব কিংবা নিছক বিলাসিতার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। উৎপাদনমূলক বা আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ না নিয়ে অনেকে অপেক্ষাকৃত ধনীদের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণের জন্য এনজিওগুলোর দ্বারস্থ হয়। ঋণ পরিশোধের সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা, উচ্চ সুদের সমস্যা ও ঋণের অন্যান্য কঠোর শর্তাবলি তাদের ঋণমুখী হওয়া থেকে নিবৃত করতে পারেনি। ফলে বহুমুখী ঋণের জালে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এভাবেই ঋণগ্রহীতাদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে

এনজিওগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিমদের দ্বীনি চেতনা জাগ্রত না হলে হয়তো এই অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।

সৌদি আরব, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মিসরসহ প্রত্যেকটি দেশেই কর্জে হাসানা প্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুদের কারণে এসব দেশে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যাপকতা পায়নি। বেইজিং, ফিলিপাইনের ম্যানিলা, লসবেনস, মিন্দানাও ও কালাম্বা শহরেও মুসলমানদের বেশ কিছু সমিতি ও ইসলামিক সেন্টার আছে যেখানে সদস্যরা কর্জে হাসানার লেনদেন করেন (দৈনিক সংগ্রাম, ৯ জুলাই, ২০১৯)। তাদের অনুকরণে এ দেশের সরকার, ইসলামী ঘরানার ব্যাংক, ইসলামী রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক সংগঠন, সমাজসেবামূলক সংগঠন, সমবায় সমিতি কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি কর্জে হাসানা ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হন তাহলে আমরাও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবো ইনশা আল্লাহ।

এ অলাভজনক ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক ব্যয়ের খরচ জোগানোর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সর্বনিম্ন পরিমাণ ‘সার্ভিস চার্জ’ গ্রহণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ ইতিবাচক মত দিয়েছেন। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দাহ সুদমুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩ শতাংশ সাভির্স চার্জ আরোপ করে। তবে আদায়কৃত চার্জ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যয় ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার বৈধ নয়। পাকিস্তান সরকারের মতো পল্লী ঋণের সার্ভিস চার্জ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সরকার বহন করতে পারে। সরকার, সাধারণ জনগণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বীনি চেতনা ও আন্তরিকতা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের জোরালো পদক্ষেপ ও প্রচারণা ইত্যাদি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

https://www.dailynayadiganta.com/sub-editorial/

https://www.jagonews24.com/

https://www.alkawsar.com/

https://banglanews24.com/

https://www.prothomalo.com/

https://m.somewhereinblog.net/

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110768136/